তারিখ ৪-৬/১৯/২০০৫
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

71

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

অফিস সময়ে সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা কঠিন ঃ কর্মকর্তারা বাইরে থাকেন

বাসস ঃ অফিস চলাকালে কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু ট্রেড ইউনিয়নচর্চা, সভা-সমাবেশ ও কর্মবিরতির ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হচ্ছে। সরকারী কর্মকর্তারা উল্লেখযোগ্য সময় অফিসের বাইরে কাটাচ্ছেন।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উপরোক্ত মন্তব্য করে বলা হয়েছে, অফিসের পুরো সময়ে কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করাটা আসলেই একটি কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অফিসের ভিতর সামাজিক কর্মকাণ্ড চালানো এখন প্রশাসনিক সংস্কৃতির একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে অফিসে কাজের সময়ের অপচয় হচ্ছে। কর্মচারীদের মধ্যে দাপ্তরিক শৃঙ্খলা বলবৎ না করার জন্য এবং জবাবদিহিতা বা সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের কোন পদ্ধতি না থাকায় এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়নচর্চা, সমাবেশ, কর্মবিরতির ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হচ্ছে। অপরদিকে সরকারী কর্মকর্তারা তাদের সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অফিসের বাইরে কাটান। মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি দলগুলোতে প্রায়শই প্রচুর সংখ্যক কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত করায় সরকারী তহবিলের অপচয় হচ্ছে। সরকারী কর্মকর্তারা সেমিনার, কর্মশালা ও শিক্ষা সফর উপলক্ষে বিদেশ যাচ্ছেন। সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, কর্মকর্তাদের এ ধরনের অনুপস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট খরচ সম্পদের অপচয় মাত্র। একইভাবে কর্মকর্তারা প্রচুর আন্তঃ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য দাপ্তরিক সভায় যোগ দিচ্ছেন, যেগুলো থেকে কোন কার্যকর ফল পাওয়া

৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

সংস্কার কমিশন

৮-এর পৃষ্ঠার পর

যাচ্ছে না।

প্রতিবেদনের 'মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অপচয়' অংশে বলা হয়েছে, প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সঠিক মূল্যায়ন ছাড়াই প্রেষণের মাধ্যমে সরকারী সংস্থাগুলোর প্রধান কিংবা পরিচালক বোর্ড সদস্যদের পদ পূরণের বর্তমান পদ্ধতিটি অপচয়ের একটি কারণ। যেহেতু এদের অনেকের যোগ্যতা মানসম্মত না হওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত তারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। সরকারী কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বদলি-বিনিয়োগ দানের ফলে কেবল তাদের দক্ষতাই হ্রাস পায় না, তাদের কর্ম-অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। এর ফলে মানবসম্পদের অদক্ষ ব্যবহারই শুধু হয়। অপরদিকে সরকারী চাকরিতে অযোগ্য ও প্রেরণাহীন লোক দিয়ে কোন পদ পূরণ করা হলে তা মানবসম্পদ অপচয়ের কারণ হতে পারে। কাজের সুনির্দিষ্ট বিবরণ ও যথাযথ জনবল পরিকল্পনা না থাকলে চাকরির সাথে প্রার্থীর দক্ষতা এবং জ্ঞানের অমিল দেখা দেয়।

'সরকারী চাকরির সুযোগ-সুবিধা অংশে বলা হয়, মন্ত্রণালয়গুলো ও সরকারী খাতের বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তারা সরকারী কাজের জন্য বরাদ্দকৃত যানবাহন তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছেন যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ ধরনের কাজ দাপ্তরিক শৃঙ্খলা নষ্ট করে, দুর্নীতি উৎসাহিত করে। বর্তমানে যেসব কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক সরকারী ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গাড়ী পাওয়ার যোগ্য, তারা এ জন্য মাসে মাত্র দু'শ' টাকা দিচ্ছেন। অথচ অপচয়, জ্বালানি রক্ষণাবেক্ষণ এবং একজন চালকের বেতন ও ওভারটাইমসহ এ ধরনের একটি গাড়ী বাবদ মাসিক খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩০ হাজার টাকা। অন্যদিকে অফিসে ও বাসায় দু'জায়গাতেই সরকারী টেলিফোনের অপব্যবহার হচ্ছে। সরকারী খাতের কর্মচারীদের আবাসন প্রদানের নীতির কারণে বিপুল পরিমাণ সরকারী তহবিল আটকা পড়ছে। ভাড়া আদায়ের ক্ষেত্রে যে নিম্ন হার বজায় রয়েছে, তার প্রেক্ষিতে আবাসনের ব্যবস্থা করা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকারক প্রমাণিত হচ্ছে।